সংবাদ

তারিখ ...25 JAN 2008... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

মতামত

শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে কাজে লাগালে কোচিং বা প্রাইভেট পড়ানোর প্রয়োজন হয় না

জুলহাস উদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন দেশে প্রাইভেট বা কোচিংনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা চালু নেই; পূর্বে স্কুলগুলোতে এসএসসি পরীক্ষার আগে ২/৩ মাস এবং ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বিশেষ ক্লাস নেয়া হলেও এখন বিসিএস পরীক্ষার্থীর কারও কারও কোচিং সেন্টারে ভর্তির কথা শোনা যায়। আর এ সুযোগে কোচিং সেন্টারগুলো তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে অসৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ কোন কোন কোচিং সেন্টার শুধু ব্যবসায়িক লাভে লিপ্ত থাকে। শুধু প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে একজন যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয় এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন প্রার্থী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

আমাদের দেশের অভিভাবকরা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভাল ফলাফল আশা করে। ফলে একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য বাড়তি মানসিক চাপে ভোগে এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হয়, যা উন্নত বিশ্বে কল্পনাও করা যায় না। অভিভাবকদের বাড়তি পীড়াপীড়ির কারণে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হয়ে ভাল ফলাফল করলেও বাস্তবজীবনে অনেক শিক্ষার্থীই তালমিলাতে না পেরে পেছনে পড়ে যায়। এ কারণে কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটর দিয়ে পড়ানোর চেয়ে বরং লেখাপড়ার প্রতি যাতে ওই শিক্ষার্থী আরও মনোযোগী বা যত্নবান হতে পারে সে চেষ্টা করাই উত্তম। উল্লেখ্য, একজন শিক্ষার্থী উন্নত পরিবেশ পেয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হলো পক্ষান্তরে একই মানের শিক্ষার্থী হয়েও অমাজন [illegible] না পেয়ে সরকারি বা বেসরকারি [illegible] চাকরিতে যোগদান করছে। কয়েক বছর পর দেখা গেল যে, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বাস্তবজীবনে ভাল করতে না পেরে হতাশায় নিমজ্জিত হলো বা অবশেষে বিদেশের মাটিতে গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে কোন হোটেলে কাজ শুরু করল। এ রকম ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে মানসম্পন্ন শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়াও ঠিকমতো ক্লাস না নেয়ার অভিযোগ এবং ক্লাসে শিক্ষাদানে অনেক শিক্ষকের অনীহাও কাজ করে থাকে। মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী তাদের পাঠ্যক্রম ঠিকমতো বুঝতে না পারার কারণেও কেউ কেউ প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যে সব শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হয় তাদের ৯৫% শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় মনোযোগী নয়। কোনভাবে যদি লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা যায় তবে তাকে কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট পড়ানোর কোন প্রয়োজন হয় না। তাই কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট পড়ানো থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত করে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি :

১. স্কুল ও কলেজে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. ক্লাসরুমে পাঠদানে কোন শিক্ষকই যাতে কোন প্রকার অবহেলা বা ঢিলেমি না করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি ৭০% শিক্ষার্থী এসএসসি বা এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে তবে ওই শিক্ষকের সরকারি বেতন বছরে ৩ থেকে ৬ মাস বন্ধ রাখার পদক্ষেপ বা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. কোন শিক্ষার্থী ৭০% ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. কোন বিশেষ বিষয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীকে প্রয়োজন হলে বন্ধের দিনে ওই বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য মফস্বল শহরেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বই অপেক্ষা দ্বিগুণ সংখ্যায় নিম্নমানের অখ্যাত লেখকের বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে তা পড়ানো হয় যা শিক্ষার্থীর তেমন কোন কাজেই আসে না। তাই এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোতে শুধু সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বই পড়ানোর জন্য নির্দেশনা জারি করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. যেহেতু প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের অন্তরায় এবং এজন্য অর্থও প্রদান করতে হয়; তাই স্কুল বা কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকদেরই সচেতনভাবে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ও ভাল ফলাফলের জন্য প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে পাঠদান বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৭. প্রাইভেট পড়া বা কোচিং সেন্টারের জন্য একজন শিক্ষার্থী অতিমাত্রায় পরনির্ভরশীল হতে পারে। তাই কর্মক্ষেত্রে তার নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই এ বিষয়ে সর্বপ্রথম অভিভাবকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা একটি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাস করছি। এখানে নিয়ত আমাদের নানা প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয় সে দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।